কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

২০২২ সালের এম. এ. টি. ১৩৪৪

কমান্ড্যান্ট, অধ্যাদেশ বিভাগ, আলিপুর।

বনাম

কলকাতা পৌর কর্পোরেশন ও অন্যান্য

বিচারপতি : মাননীয় বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং

মাননীয় বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়

আপিলকারীর জন্য	:	শ্রী নন্দলাল সিংহানিয়া, সিনিয়র আইনজীবী
		শ্রী বিপুল কুণ্ডালিয়া, আইনজীবী
		শ্রী দেবু চৌধুরী, আইনজীবী
৫ নং উত্তরদাতার জন্য	:	শ্রী পি. চিদম্বরম, সিনিয়র আইনজীবী
		শ্রী অরিন্দম ব্যানার্জি, সিনিয়র আইনজীবী
		শ্রী এ. মিত্র, সিনিয়র আইনজীবী
		শ্রী বিশ্বজিৎ কুমার, আইনজীবী
৬ নং উত্তরদাতার জন্য	:	শ্রী অনিন্দ্য কুমার মিত্র, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী,
		শ্রী সৌরভ ভগত, আইনজীবী
		শ্রীমতী শ্রুতি স্বাইকা, আইনজীবী
		শ্রী দীপন সরকার, আইনজীবী
		শ্রীমতী যুক্তি আগরওয়াল, আইনজীবী
		শ্রী ঋত্বিক সাহা, উকিল
ইউ.ও.আই. -এর জন্য	:	শ্রী কুমার জ্যোতি তিওয়ারি, আইনজীবী
		শ্রী এ. মজুমদার, আইনজীবী
বি.এস.এন.এল.-এর জন্য	:	শ্রী রাজীব মুখার্জি, আইনজীবী
		শ্রী শ্রেয়সী ভাদুরি, আইনজীবী

কে. এম. সি-র জন্য : শ্রী অচিন্ত ব্যানার্জি, আইনজীবী

শ্রী রণজিৎ চ্যাটার্জি, আইনজীবী

রায় : ০১.১২.২০২৩

<u>বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি .:-</u>

১. এই আপিলটি ৮ই জুলাই, ২০২২ তারিখের একটি রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়, যেখানে আপিলকারীর রিট পিটিশনটি ২০২১ সালের ডব্লিউ.পি.এ. নং ১৩৭৯৫৬ দুটি সংযুক্ত আবেদন সহ খারিজ করা হয়েছিল।

২. আবেদনকারী/রিট আবেদনকারী বিশিষ্ট একক বিচারপতির কাছে এই যুক্তি দেখিয়ে আবেদন করেছিলেন যে কলকাতা পৌর নিগমের (সংক্ষেপে 'কে.এম.সি') উত্তরদাতা নং ৫ ডিএসকে রিয়েল এস্টেটস লিমিটেডের (সংক্ষেপে 'ডি.এস.কে') পক্ষে একটি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা উচিত ছিল না, যা কলকাতার ডায়মন্ড হারবার রোডের ৩৪ নং প্রাঙ্গনে জি + ৪০ তলা বিল্ডিং নির্মাণের অনুমতি দেয়। বিজ্ঞ একক বিচারপতির সামনে এবং আমাদের সামনে রিট আবেদনকারীর অনুরোধ ছিল যে, কলকাতার ৪০, রিমাউন্ট রোডে অবস্থিত অর্ডিন্যান্স ডিপোর আশেপাশে এত উঁচু ভবন নির্মাণ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জারি করা প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নিষিদ্ধ (সংক্ষেপে এম.ও.ডি) এবং যে কোনও ক্ষেত্রে, এই ডিপোর নিরাপত্তা লঙ্ঘন/বিপন্ন করবে। বিজ্ঞ বিচারকের কাছে করা প্রার্থনা ছিল কে.এম.সি.-কে তার দ্বারা অনুমোদিত বিল্ডিং পরিকল্পনা বাতিল করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং কে.এম.সি.-কে অনুমোদিত পরিকল্পনার অগ্রগতিতে আরও পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য ডিএসকে-কে উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য।

৩. বিদ্বান একক বিচারকের সামনে পক্ষগুলির দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিগুলি মূলত আমাদের আগে পক্ষগুলির দ্বারা করা যুক্তিগুলির মতোই ছিল, যা আমি শীঘ্রই বিজ্ঞাপন দেব। বিদ্বান বিচারক প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেছেন

এম.ও.ডি. এবং প্রযোজ্য মামলা আইন দ্বারা জারি করা বিজ্ঞপ্তি। বিদ্বান বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে ২০১১ সালের সার্কুলারে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি, যা হয়তো বিষয় নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছিল, ২০১৬ সালের সার্কুলারে যথেষ্ট পরিমাণে বাতিল করা হয়েছিল। বিদ্বান বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে কেএমসি ২০১৬ সালের সার্কুলারে উল্লিখিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করে সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করেছে। বিদ্বান একক বিচারকের সমাপ্তি পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপঃ-

"৭৬. এই আদালত ব্যক্তিগত জ্ঞানকে অভিযুক্ত করতে পারে না বা সুরক্ষার ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে পারে না, যেমনটি মিঃ সিংহানিয়া সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের সার্কুলারের আরও পর্যালোচনার জন্য ভারত সরকারের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। এই আদালতের সিদ্ধান্তটি এই প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কেএমসি দ্বারা ৫ নম্বর আসামীকে বিল্ডিং পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অবৈধতা করা হয়েছে কিনা এবং সরকার কর্তৃক আরোপিত নিরাপত্তা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কিনা। এই আদালত খুঁজে পায় না যে কেএমসি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ২১শে অক্টোবর, ২০১৬-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭৭. উপরন্তু, ১লা অক্টোবর, ২০২১-এর একটি আদেশের মাধ্যমে, ভারত ইউনিয়নকে বিশেষভাবে তার হলফনামায় উত্তর দিতে এবং তার নির্দেশিকাগুলির নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৭৮. আদালত খুঁজে পায়নি যে ইউ.ও.আই. হলফনামায় আবেদনকারীর যুক্তিগুলিকে সমর্থন করেছে। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি হলফনামার নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ-

"৭. ২০১৬ সালে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ২১শে অক্টোবর ২০১৬ তারিখের তাদের বিজ্ঞপ্তি ১১০২৬/২/২০১১১০২৬/২/২০১১/ঘ (জমি)-এর মাধ্যমে আরও একবার নির্দেশিকা সংশোধন করে, যা নিম্নরূপ।

"..... প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের (এলএমএ) কাছ থেকে অনাপত্তি শংসাপত্র (এন.ও.সি.) প্রদানের বিষয়ে ১৮ মার্চ ২০১৫ এবং ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের জোড় সংখ্যার সার্কুলারের মাধ্যমে জারি করা সংশোধনী সহ ১৮ মে ২০১১ তারিখের জোড় সংখ্যার লীস রেফারেন্স সার্কুলার।

২. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ২০১১ সালে জারি করা নির্দেশিকা পর্যালোচনার জন্য বিপুল সংখ্যক আবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু জনগণ তাদের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ওয়ার্কস অফ ডিফেন্স অ্যাক্ট ১৯০৩-এর সংশোধনী চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার পরিষেবাগুলির সাথে পরামর্শ করে ১৮ মার্চ ২০১৫ এবং ১৭ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের সার্কুলারের সাথে ১৮ মার্চ ২০১১ তারিখের সার্কুলারের অধীনে জারি করা নির্দেশিকা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক) এই সার্কুলারের পরিশিষ্টের অংশ এ-তে তালিকাভুক্ত ১৯৩টি স্টেশনে অবস্থিত প্রতিরক্ষা স্থাপনা/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধিনিষেধ কার্যকর নজরদারির জন্য স্পষ্ট দৃষ্টিসীমা বজায় রাখার জন্য প্রতিরক্ষা স্থাপনা/প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। ১০ মিটারের এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে যেকোনো নির্মাণ বা মেরামত কার্যকলাপের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ (LMA)/প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পূর্বের অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রয়োজন হবে।"

৮. এম.ও.ডি. চিঠি নং ১১০২৬/২/২০১১ ঘ (জমি) তারিখের মাধ্যমে জারি করা এনওসি নির্দেশিকাগুলি বর্তমানে পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে।"

৭৯. কে.এম.সি. এবং উত্তরদাতা নং ৫ ও ৬ দ্বারা ২১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রভাবের ব্যাখ্যা সঠিক। তবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ভারত সরকার সর্বদা সুরক্ষা সমস্যা মূল্যায়ন এবং ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি আরও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার অধিকারী। বিচারিক পর্যালোচনায় বসে থাকা এই আদালত, ২০১৬.৮০ এর নীতি/নির্দেশিকাগুলির বিষয়বস্তুর বাইরে যেতে পারে না।

৮০. ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে পর্যালোচনার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ১৯০৩ সালের ওয়ার্কস আইনটিও পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে।

৮১. কেরালা হাইকোর্ট, বোম্বে হাইকোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলির একটি প্ররোচনামূলক মূল্য রয়েছে। সমস্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে অংশ 'ক' -এর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধ কেবল ১০ মিটার পর্যন্ত এবং ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি।

৮২. তবে, এই আদালত তার নিজস্ব কারণে বলে যে আবেদনকারীর জমা দেওয়া উচ্চতা সীমাবদ্ধতা এর বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত তিনতলা

'ক' অংশের অধীনে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিক ব্যাখ্যা নয়। ২০১৬ সালের সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি. ১৮ই মে, ২০১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ১ম (ক) এবং ১ম (খ) অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির সাথে সংযুক্ত প্রতিরক্ষা স্টেশনগুলির একটি পৃথক শ্রেণীর আশেপাশে ভবন নির্মাণের জন্য উচ্চতার সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে যা বেশিরভাগ সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি এবং সংযুক্তির 'খ' অংশের অধীনে তালিকাভুক্ত। কেএমসি বিল্ডিং পারমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেনি। এই ধরনের পদক্ষেপ নিরাপত্তা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেনি। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি প্রাধান্য পাবে এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা যাবে না। এটি এমন কোনও ঘটনা নয় যেখানে অনুমোদন দেওয়ার আগে পৌর আইনগুলি এল. এম. এ-র সাথে পরামর্শ বাধ্যতামূলক করে। সুতরাং, কে. এম. সি.-কে এল. এম. এ.-র পর্যবেক্ষণ চাইতে হবে না, ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির অধীনে সুরক্ষার প্রভাবের উপর "

৪. বিদ্বান বিচারক এইভাবে রিট পিটিশন খারিজ করে দেন।

৫. তাই রিট আবেদনকারীর এই আবেদন।

৬. আমরা পক্ষগুলির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছি। তবে, সংখ্যাটি খুব সংক্ষিপ্ত।

৭. ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যার তারিখ ১৮ই মে, ২০১১, 'অনাপত্তি শংসাপত্র' প্রদানের জন্য নির্দেশিকা নির্দেশ করে সংক্ষেপে 'এন. ও. সি.') ভবন নির্মাণের জন্য। সার্কুলারটি নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানেঃ

" নং ১১০২৬/২/২০১১ ঘ (জমি)

ভারত সরকারের

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৮ই মে, ২০১১

প্রতি,

সেনাবাহিনী প্রধানকে

বিমান বাহিনীর প্রধানকে

নৌবাহিনীর প্রধানকে

নয়াদিল্লি

বিষয় : ভবন নির্মাণের জন্য 'অনাপত্তি শংসাপত্র (এন. ও. সি)' প্রদানের নির্দেশিকা।

****

দেরিতে, প্রতিরক্ষা সংলগ্ন জমিতে নির্মাণের জন্য এনওসি ইস্যু প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে দুটিতে এড়ানো যায় এমন বিতর্ক তৈরি করেছে সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে যেমন, সুকনা এবং আদর্শ। এ দুটির মধ্যে নানা বিষয় জড়িত মামলা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে সরকার পরিষেবাগুলির সাথে পরামর্শ করে। এটা অনুভূত হয় যে প্রতিরক্ষা আইন, ১৯০৩ যা জমির ব্যবহার এবং উপভোগের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ব্যাপকভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন যাতে প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা উদ্বেগের যত্ন নেওয়া যায়। প্রক্রিয়া চলাকালীন সংশোধনের গতি আনা হয়েছে এবং কিছুটা সময় লাগতে পারে, এটি অনুভূত হয়েছিল এন.ও.সি. মঞ্জুরি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্বর্তী সময়ে নির্দেশ জারি করা প্রয়োজন। এই নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য হল নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা বাহিনী উদ্বেগ এবং নির্মাণ গ্রহণ জনসাধারণের অধিকার তাদের জমিতে কার্যক্রম। তাই নিম্নোক্ত নির্দেশিকা দেওয়া হল:-

(ক) যে জায়গাগুলিতে স্থানীয় পৌর আইনের জন্য ভবন পরিকল্পনা অনুমোদনের আগে স্টেশন কমান্ডারের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন হয়, সেখানে স্টেশন কমান্ডার এই জাতীয় অনুরোধ প্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে বা আইন দ্বারা প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার বা সমমানের পদমর্যাদার নিচে নয় এমন পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন চাওয়ার পরে তার মতামত জানাতে পারেন। আপত্তি/মতামত/এন.ও.সি. কেবল রাজ্য সরকারী সংস্থা বা পৌর কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এবং কোনও পরিস্থিতিতে বিল্ডার/বেসরকারী পক্ষকে জানানো হবে না।

(খ) যেখানে স্থানীয় পৌর আইনের প্রয়োজন হয় না, সেখানে স্টেশন কমান্ডার মনে করেন যে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটারের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ (চার তলার বেশি দূরত্বের জন্য ৫০০ মিটার হবে) নিরাপত্তাজনিত বিপদ হতে পারে, এটি অবিলম্বে তার আদেশের শৃঙ্খলে তার পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা উচিত। যদি পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষও এতটাই নিশ্চিত হয়, তবে স্টেশন কমান্ডার স্থানীয় পৌরসভা বা রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলিকে তার আপত্তি/মতামত জানাতে পারেন। যদি পৌর কর্তৃপক্ষ/রাজ্য সরকার উক্ত আপত্তিটি আমলে না নেয়, তবে প্রয়োজন হলে এ.এইচ.কিউ./এম.ও.ডি.-র মাধ্যমে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তোলা যেতে পারে।

(গ) স্টেশন কমান্ডার ব্যতীত অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ স্থানীয় পৌরসভা বা রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলিকে আপত্তি/মতামত/এন.ও.সি. দেবে না এবং কোনও পরিস্থিতিতে সরাসরি বেসরকারী পক্ষ/নির্মাতাদের দেওয়া হবে না।

(ঘ) একবার জারি করা এন.ও.সি. -এর অনুমোদন ছাড়া প্রত্যাহার করা হবে না সার্ভিস হার্স।

২. এই নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে না যেখানে নির্মাণগুলি বিদ্যমান আইন/বিজ্ঞপ্তির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০০৬, এয়ার ক্রাফ্ট অ্যাক্ট, এমওসিএ, ১৯৩৪, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এসও ৮৪ (ঙ) তারিখের দ্বারা (সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে), ওয়ার্কস অফ ডিফেন্স অ্যাক্ট, ১৯০৩ ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/বিজ্ঞপ্তির বিধানগুলি অব্যাহত থাকবে।

(ডঃ এ কে সিং)

ডিরেক্টর (এল অ্যান্ড সি)

অনুলিপি করুনঃ

ডিজিডিই; ডি. আর. ডি. ও; কোস্ট গার্ড সদর দফতর;

সি. জি. ডি. এ; ডিজিকিউএ; ও. এফ. বি [মাধ্যমে ডি (এফ- II)"

৮. এম.ও.ডি. দ্বারা উপরোক্ত প্রজ্ঞাপনে একটি পরিবর্তন করা হয়েছিল, যা ১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যা বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়।

৯. ১৭ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের একটি সার্কুলার দ্বারা ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলিতে আরও সংশোধন করা হয়েছিল। এটি আমাদের উদ্দেশ্যেও প্রাসঙ্গিক নয়।

১০. অবশেষে, ২১শে অক্টোবর, ২০১৬ তারিখের একটি সার্কুলার, এমওডি দ্বারা জারি করা হয়েছিল, ১৮ই মে, ২০১১ তারিখের সার্কুলার দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা সংশোধন করে, ১৮ই মার্চ, ২০১৫ এবং ১৭ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের সার্কুলারগুলির সাথে পাঠ করা হয়েছিল। এই সার্কুলারটি অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করতে হবেঃ "না।

" নং চ ১১০২৬/২/২০১১ ঘ (জমি)

ভারত সরকারের

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক

নয়া দিল্লি, ২১ অক্টোবর,২০১৬

থেকে

সেনাবাহিনী প্রধানকে

বিমান বাহিনীর প্রধান

নৌবাহিনীর প্রধান

বিষয়ঃ ভবন নির্মাণের জন্য অনাপত্তি শংসাপত্র (এন.ও.সি.)' প্রদানের জন্য নির্দেশিকা-সম্পর্কিত।

প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের (এল. এম. এ) কাছ থেকে অনাপত্তি শংসাপত্র (এন. ও. সি) প্রদানের বিষয়ে এবং তারিখের জোড় সংখ্যার সার্কুলারের মাধ্যমে জারি করা সংশোধনী সহ পঠিত জোড় সংখ্যার রেফারেন্স সার্কুলার।

২. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে ২০১১ সালে জারি করা নির্দেশিকা পর্যালোচনার জন্য বিপুল সংখ্যক আবেদন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে, যেহেতু জনগণ তাদের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং ১৯০৩ সালের ওয়ার্কস অফ ডিফেন্স অ্যাক্টের সংশোধনী চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার পরিষেবাগুলির সাথে পরামর্শ করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে '১৮.০৩.২০১৫' এবং '১৭.১১.২০১৫' তারিখের সার্কুলার সহ '১৮.০৫.২০১১' তারিখের সার্কুলারের অধীনে জারি করা নির্দেশিকা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ-

ক) এই সার্কুলারের পরিশিষ্টের 'এ' অংশে তালিকাভুক্ত ১৯৩টি স্টেশনে অবস্থিত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাগুলির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধিনিষেধ কার্যকর নজরদারির জন্য এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাগুলির বাইরের প্রাচীর থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে।১০ মিটারের মতো সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ (এলএমএ)/প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে পূর্ববর্তী অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) প্রয়োজন হবে।

খ) এই সার্কুলারের সংযুক্তির অংশ 'খ' -তে তালিকাভুক্ত ১৪৯টি স্টেশনে অবস্থিত

কার্যকর নজরদারির জন্য এই জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাগুলির বাইরের প্রাচীর থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত প্রয়োগ করুন। ৫০ মিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হবে না। এছাড়াও, ৫০ মিটার থেকে ১০০ মিটার দূরত্বের জন্য ও০৩ মিটার (এক তলা) উচ্চতার সীমাবদ্ধতা প্রযোজ্য হবে। ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে এই জাতীয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের ক্রিয়াকলাপের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ (এলএমএ)/প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী অনাপত্তি শংসাপত্র (এন.ও.সি.) প্রয়োজন হবে।

৩. আরও শর্ত রয়েছে যে কোনও বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার আগে স্থানীয় পৌর আইনের জন্য পরামর্শ বা অনুমোদন বা এল.এম.এ./স্টেশন কমান্ডারের কাছ থেকে এনওসি প্রয়োজন হলে, এই জাতীয় বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলা অব্যাহত থাকবে।

৪. এন. ও. সি জারি করার পদ্ধতিটি তারিখের সার্কুলারে যেমন রয়েছে তেমনই থাকবে।

এন. সি. এল.: উপরের মত

আপনার বিশ্বস্তভাবে,

(জি. সি. শ্রীবাস্তব)

উপ-পরিচালক (জমি)

অনুলিপিঃ

১. ডি.জি., ডি.জি.ডি.ই., নতুন দিল্লি

২. সি.সি. (গবেষণা ও উন্নয়ন), ডি. আর. ডি. ও, নতুন দিল্লি

৩. উপকূলরক্ষী সদর দপ্তর,

৪. অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড (ঘ -এর মাধ্যমে (এফওয়াই-II))

৫. সি.জি.ডি.এ.

৬ . ডি.জি.কিউ.এ. "

১১. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল বলেন যে সংশ্লিষ্ট অর্ডন্যান্স ডিপো কয়েক টন অস্ত্রাগার সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত,

বর্তমানে ডিপোতে সব ধরনের যুদ্ধকালীন সরঞ্জামের বিশাল তালিকা রয়েছে। কৌশলগত, নিরাপত্তা এবং লজিস্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডিপোর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২. তিনি বলেন যে, কলকাতা মিলিটারি স্টেশনের স্টেশন কমান্ডার ৩১শে মার্চ, ২০১৫ তারিখের চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উত্তরদাতাদের জানিয়েছিলেন যে, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ভবনটি নির্মাণের জন্য এন.ও.সি. জারি করা যাবে না। তবে, কে.এম.সি. কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে যখন ভবনটি নির্মাণ শুরু হয়, তখন আবেদনকারী ১২ই জুলাই, ২০২১ তারিখের তাঁর উকিলের নোটিশের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের চলমান নির্মাণ বন্ধ করার আহ্বান জানান। তবে, ডিএসকে ৬ই আগস্ট, ২০২১ তারিখের চিঠিতে উত্তর দেয় যে, নির্মাণ চালিয়ে যাওয়ার অধিকার তার রয়েছে এবং এলএমএ থেকে এনওসি পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

১৩. শিক্ষিত আইনজীবী বলেন যে, প্রাসঙ্গিক ভবনের ফ্ল্যাট মালিক/দখলকারীরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ এবং বিশেষত ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ব কমান্ডের জন্য মূল ডিপোর দিকে সরাসরি দৃষ্টি রাখবেন। এই ধরনের নিরাপত্তা হুমকির কারণে, এল.এম.এ. এন.ও.সি. জারি করতে অস্বীকার করেছিল। এই ধরনের নিরাপত্তা হুমকি এখনও রয়ে গেছে এবং আজ অবধি রয়েছে। পরবর্তী কোনও নিরাপত্তা মূল্যায়ন এমন ফলাফল দেয়নি যে ইতিমধ্যে মূল্যায়ন করা নিরাপত্তা হুমকির অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব, ২০১৬ সালের নির্দেশিকা প্রবর্তন, যা কোনও ক্ষেত্রেই স্পষ্ট এবং ২০১১ সালের নির্দেশিকা ছাড়াও, এল.এম.এ. দ্বারা পূর্ববর্তী নিরাপত্তা মূল্যায়নকে নিরর্থক করে তুলবে না।

১৪. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত উকিল তখন বলেছেন যে ১৮ই মে, ২০১১,১৮ই মার্চ, ২০১৫ তারিখের সার্কুলারগুলির একটি সম্মিলিত পাঠে, নভেম্বর ১৭,২০১৫ এবং অক্টোবর ২১,২০১৬, এটি প্রদর্শিত হবে যেঃ

(i) উত্তরদাতারা পৃথকভাবে পড়ে ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। ২০১৬ সালের সার্কুলারটি ২০১১ এবং ২০১৫ সালের সার্কুলারগুলির পরিপূরক ছিল। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি কেবলমাত্র অর্ডন্যান্স ডিপোর বাইরের সীমানা প্রাচীর থেকে প্রস্তাবিত নির্মাণের অনুভূমিক দূরত্বের পরিমাণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্দেশিকাগুলি পুনর্বিবেচনা করেছে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি উচ্চতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে কাজ করে না। অতএব, উচ্চতা সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে, ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলি প্রযোজ্য হবে। (ii) ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে ছিল না যা এখনও কার্যকর রয়েছে। (iii) ২০১১ এবং ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি তাদের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ উঁচু ভবনগুলির কাছাকাছি সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে। (iv) আগে যে নিরাপত্তা হুমকি ছিল তা ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি জারি করার কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে বলা যায় না। (v) কার্যকর নজরদারির জন্য স্পষ্ট দৃষ্টির জন্য উচ্চতার সীমাবদ্ধতা প্রয়োজনীয়।

১৫. বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে নেতিবাচক বাস্তবতার কোনও ধারণা নেই। কিছু নির্মাণকারীকে ডিপোর আশেপাশে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে ডিএসকে-কে অবশ্যই পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করে একটি উঁচু ভবন নির্মাণের অনুমতি দিতে হবে।

১৬. এরপর দাখিল করা হয় যে সেনাবাহিনী জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। সংশ্লিষ্ট ভবনের বারান্দা/উপরের তলা থেকে পুরো ডিপোটি দৃশ্যমান হবে। সম্পত্তি নির্মাণ/উন্নয়নের অধিকার একটি সাংবিধানিক অধিকার এমনকি একটি মানবাধিকারও হতে পারে, তবে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় সাপেক্ষে। এই প্রসঙ্গে, বিজ্ঞ আইনজীবী **বিক্রম ডেলাইট কো-অপ, এইচএসজি সোস লিমিটেড, একটি সমবায় আবাসন সমিতির মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যার কোষাধ্যক্ষ ভিঠাল ডি. প্যাটেল এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে, 2022 SCC অনলাইন বম 6700 (অনুচ্ছেদ 43,44,48, 51, 74, 75 এবং 93)** এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১৭. শিক্ষিত আইনজীবী জোর দিয়েছিলেন যে দেশের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা এবং দেশের সামরিক প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক ইউনিটগুলির জন্য সম্ভাব্য হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক প্রতিষ্ঠানের কাছে উঁচু ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার মধ্যে একটি সহজাত বিপদ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদী ও দেশবিরোধী উপাদানগুলির কাছে আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিশীলিত অস্ত্রের অগ্রগতির সাথে সাথে সামরিক প্রতিষ্ঠান/ইউনিটগুলির কাছাকাছি উঁচু ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া দেশবিরোধী কার্যকলাপের অপরাধীদের জন্য একটি 'বিলেট' প্রদান করতে পারে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষিত উকিল নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছেনঃ –

(i) ***ভারত ইউনিয়ন, ভারতীয় সেনাবাহিনী বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের মাধ্যমে সচিব, নগর উন্নয়ন বিভাগ এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে, (২০১৬) এস. সি. সি অনলাইন ২৫৭০-এ রিপোর্ট করেছে।***

(ii) ***২০০৬ সালের ২৮৫৯ নং রিট পিটিশনে টি. সি. আই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম গ্রেটার বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মামলায় বোম্বে হাইকোর্টের অপ্রকাশিত সিদ্ধান্ত।***

(iii) ***ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যরা , ২০১৫ এস. সি. সি অনলাইন এইচ. পি. ১২৩২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।***

(iv) ***এক্স-আর্মিম্যানস প্রোটেকশন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য, (২০১৪) ৫ এসসিসি ৪০৯-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।***

(v) ***ডিজিট কেবল নেটওয়ার্ক (ভারত) প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা এ. আই. আর ২০১৯ এস. সি ৪৫৫-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।***

(vi) ***কে. এস. পুট্টস্বামী (অবসরপ্রাপ্ত) এবং অন্যরা বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা, (২০১৯) ১ এস. সি. সি-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।***

প্রয়োজন হলে আমি এই রায়ে পরে এই সিদ্ধান্তগুলিতে ফিরে আসব।

১৮. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী অবশেষে বলেছিলেন যে রিট আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোনও বিলম্ব হয়নি। যেহেতু বর্তমান মামলায় জাতীয় সুরক্ষা জড়িত, তাই রাষ্ট্রের স্বার্থে কিছু আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আদালতের নয়। সিদ্ধান্তটি অবশ্যই কার্যনির্বাহীর উপর ছেড়ে দিতে হবে। জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনার পরিস্থিতিতে, কোনও পক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য জোর দিতে পারে না। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। শিক্ষিত আইনজীবী বলেছিলেন যে আপিলটি অনুমোদিত হওয়া উচিত।

১৯. শ্রী মিত্র এবং শ্রী চিদম্বরম জানতে পারেন যে যথাক্রমে ৫ ও ৬ নম্বর অর্থাৎ ডিএসকে এবং টাটা হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র আইনজীবীরা বলেন যে, ২০১৬ সালের নির্দেশিকা জারি করার আগে ডিএসকে একটি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছিল। এল.এম.এ. এবং ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলির আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের আবেদন অনুমোদিত হয়নি। ২০১৬ সালের নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার পরে, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ, ডি.এস.কে. আবারও বিধিনিষেধ শিথিল করার পরিপ্রেক্ষিতে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ, কে.এম.সি. বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান কঠোরভাবে মেনে চলা হয়েছে।

২০. এটি বলা হয়েছিল যে আপিলকারী যখন মাননীয় একক বিচারপতির কাছে গিয়েছিলেন শিখেছেন, ১৮ তলা ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে। মাননীয় বিচারক

২০২১ সালের ১লা অক্টোবরের আদেশ নিষেধাজ্ঞা জারি করতে অস্বীকার করে। তবে, বিজ্ঞ বিচারক অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছেন যে ২০ তলা অতিক্রম করে কোনও নির্মাণ করা যাবে না। ৯ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখে, রিট পিটিশনে গৃহীত পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং ২৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২১. বিদ্বান বরিষ্ঠ আইনজীবী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ২/৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখের একটি চিঠির দিকে, যা এল. এম. এ দ্বারা কে. এম. সি কমিশনারের কাছে ২০১৬ সালের নির্দেশিকা সংযুক্ত করে এবং কে. এম. সি-কে পরিকল্পনার অনুমোদনের সময় উক্ত নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধ করে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকা অনুসারে প্রাসঙ্গিক বিল্ডিং পরিকল্পনা কে. এম. সি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

২২. তারপর ২০২১ সালের ৯ই ডিসেম্বর এমওডির পক্ষ থেকে অনুমোদিত হলফনামার দিকে শিক্ষিত সিনিয়র আইনজীবীরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে ২০১৬ সালের নির্দেশিকা দ্বারা ২০১১ সালের নির্দেশিকা সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির ২ (ক) ধারাটি এমন হলফনামায় নির্ধারণ করা হয়েছে যার ফলে এই নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র অংশ-এ-তে অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ১০ মিটারের মধ্যে নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য। উক্ত হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে ২০১৬ সালের সার্কুলারটি সরকার দ্বারা পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে।

২৩. তারপর উল্লেখ করা হয় যে, ২০২১-এর ৯ই ডিসেম্বর বিশিষ্ট একক বিচারক আরও একটি আদেশ জারি করে নির্দেশ দেন যে, ২০২২-এর ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত ২৩ তলা অতিক্রম করে আর কোনও নির্মাণ কাজ করা হবে না। সেই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান আবেদনকারী ২০২১-এর এমএটি নম্বর ১৩৩৩-এর নামে একটি আপিল দায়ের করেন। ২০২১-এর ৯ই ডিসেম্বরের নিষেধাজ্ঞা আদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ২০২২-এর ৭ই জানুয়ারি। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২-এ, ২০২১-এর এমএটি ১৩৩৩ ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল

পর্যবেক্ষণ করেছে যে ৯ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের আদেশের পর থেকে আপিলটি অবাস্তব হয়ে গেছে, ৭ই জানুয়ারী, ২০২২-এর পরে এর অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে গেছে।

২৪. বিদ্বান উকিল বলেন যে, বর্তমান আপিল গ্রহণের সময় আবেদনকারীকে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় দেওয়া হয়নি। ডিএসকে দ্বারা একটি হলফনামা দাখিল করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে ছাদের একটি ছোট অংশ ছাড়া ৪৩ তলা ভবনটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এই আদালত একটি আদেশ জারি করে আদালতের অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট ভবনের সমাপ্তি শংসাপত্র জারি না করার নির্দেশ দেয়।

২৫. শিক্ষিত আইনজীবী বলেন যে, সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং প্ল্যানটি প্রযোজ্য আইন অর্থাৎ কেএমসি আইন, ১৯৮০ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি ২ জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখের ৬ নম্বর সার্কুলারের মাধ্যমে কেএমসি আইনের একটি অংশ করা হয়েছে। অতএব, একটি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করার সময় কেএমসি উক্ত নির্দেশিকাগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করতে বাধ্য, যা তারা করেছে।

২৬. এরপর বলা হয় যে, ২০১৬-র নির্দেশিকাগুলি ২০১১-র নির্দেশিকাগুলির একটি সংশোধনী, যা সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। ২০১৬-র নির্দেশিকাগুলি কার্যকর হওয়ার পর, ২০১১-র নির্দেশিকাগুলির অধীনে নির্ধারিত বিধিনিষেধগুলি, যতদূর পর্যন্ত ২০১৬-র নির্দেশিকাগুলির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, ততদূর পর্যন্ত, বিলুপ্ত হয়ে যায়। ২০১৬-র নির্দেশিকাগুলির ৩ ও ৪ ধারার খালি পাঠ থেকে এমওডি-র উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২৭. আবেদনে বলা হয়েছে যে, যদি ২০১১ সালের নির্দেশিকা এখনও প্রচলিত থাকত এবং যদি ২০১৬ সালের নির্দেশিকা বাস্তবে ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলির আওতাধীন বিধিনিষেধগুলি বাতিল না করা হত, তাহলে এবং সেই ক্ষেত্রে, ২০১৬ সালের নির্দেশিকা পর্যালোচনার প্রশ্নই উঠত না। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বারবার দাখিল করেছেন যে ২০১৬ সালের নির্দেশিকা পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

২৮. প্রশ্নবিদ্ধ ভবনটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি, এই বিষয়ে ডিএসকে-র বিদ্বান উকিল বলেন যে, রিট পিটিশনে এই ধরনের কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনও সম্ভাব্য হুমকির কোনও গুঞ্জন নেই বা সংশ্লিষ্ট ভবন নির্মাণের কারণে কীভাবে দেশের নিরাপত্তার মূল্যায়ন বা মূল্যায়ন বা হুমকি দেওয়া হয়েছে।

২৯. তখন এটি বলা হয়েছিল যে এটি অদ্ভুত যে আপিলকারী যা ভারত ইউনিয়ন এবং ভারত ইউনিয়নের একটি অঙ্গ, পৃথক পৃথক আইনজীবীদের মাধ্যমে উপস্থিত হচ্ছেন।

৩০. বিশিষ্ট একক বিচারপতির কাছে দাখিল করা হলফনামায় ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বলেনি যে সংশ্লিষ্ট ভবনের কারণে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোনও হুমকি রয়েছে। যুক্তিযুক্ত একক বিচারকের সামনে ইউনিয়ন দ্বারা এমন কোনও যুক্তি দেওয়া হয়নি। ভারত ইউনিয়ন আপিল কোর্টের সামনে একটি নতুন মামলার যুক্তি দেওয়া থেকে বিরত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা গেছে যে ডিএসকে-র বরিষ্ঠ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন ***(ক) বেনারসি ও অন্যান্য বনাম রাম ফাল (২০০৩) ৯ এসসিসি ৬০৬, (খ) চিত্রা কুমারী (শ্রীমতী) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য (২০০১) ৩ এসসিসি ২০৮,৩১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।***

৩১. বিদ্বান আইনজীবী বলেন যে, এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব নেই যে, জাতীয় নিরাপত্তা সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি নীতির প্রশ্ন, আইনের নয়। এটি বলা হয়েছিল যে, ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকারী বর্তমান নীতি গঠন করে। ২৮শে মার্চ, ২০১৮ তারিখে, সংসদে নির্মাণ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত একটি অতারকাবিহীন প্রশ্নের জবাবে, এম ও ডি বলেছিল যে ২০১৬ সালের নির্দেশিকাই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সংশোধনী।

৩২. তারপরে এটি বলা হয়েছিল যে জাতীয় সুরক্ষার জন্য কথিত হুমকির বিষয়ে আপিলকারীর গৃহীত অবস্থান স্বেচ্ছাচারী এবং তাই সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী। ডায়মন্ড টাওয়ার (৩৬ মিটার উঁচু), সিদ্ধার্থ (৪২ মিটার উঁচু), হারবার হাইটস (৪২ মিটার উঁচু) এবং বেলাইর (১০৫ মিটার উঁচু) নামে পরিচিত কমপক্ষে ৪ টি উঁচু ভবন সংশ্লিষ্ট অর্ডন্যান্স বিভাগের বাইরের প্রাচীর থেকে ১২ থেকে ৩৬৪ মিটারের মধ্যে নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পটি একক করার এবং সে সম্পর্কে আপত্তি তোলার কোনও যৌক্তিকতা নেই।

৩৩. পরিশেষে, বিদ্বান সিনিয়র উকিল বলেন যে সম্পত্তির অধিকার আর মৌলিক অধিকার নাও হতে পারে, তবুও এটি এখনও সংবিধানের ৩০০এ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে রয়ে গেছে। যদি আবেদনকারীর জমা দেওয়া আবেদনগুলি গৃহীত হয় এবং কেএমসি দ্বারা বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন বাতিল করা হয়, তবে এর ফলে ডিএসকে-র আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। ডিএসকে ব্যবহারকারীকে প্রাঙ্গণ থেকে বঞ্চিত করবে এবং কার্যকরভাবে ভবন নির্মাণে ১০৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ থেকে বঞ্চিত হবে। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিলঃ- ***(ক) বিষম্ভর দয়াল চন্দ্র মোহন ও অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য। (খ) উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য বনাম মনোহর, (২০০৫) ২ এস. সি. সি ১২৬. (গ) চেয়ারম্যান, ইন্দোর বিকাশ প্রধান বনাম পিওর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোক এবং কেমিক্যালস লিমিটেড ও অন্যান্য, (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ৭০৫. (ঘ) সরিতা গুপ্তা বনাম এম. সি. ডি, ২০১৯ এস. সি. সি-তে রিপোর্ট করা হয়েছে অনলাইন ডেল ১০১২৩।***

৩৪. কে. এম. সি-র অভিজ্ঞ উকিল বলেন যে, ২০১৬ সালের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। সেই সার্কুলার থেকে মনে হবে যে আগে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিধিনিষেধগুলি এখন সামরিক প্রতিষ্ঠানের বাইরের সীমানা প্রাচীর থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ভবনটি অর্ডন্যান্স বিভাগের বাইরের সীমানা প্রাচীর থেকে ১৪ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করা হয়েছে। বিধিনিষেধ শিথিল করার পরিপ্রেক্ষিতে এল. এম. এ-র কাছ থেকে কোনও এন. ও. সি পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কে. এম. সি আইন ও প্রযোজ্য বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী কঠোরভাবে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করেছে। শিক্ষিত উকিল কেএমসি আইন, ১৯৮০-এর ধারা ৩৯৩ এবং ৩৯৬ এবং কেএমসি বিল্ডিং রুলস, ২০০৯-এর বিধি ৩,৪,৭ এবং ১৬-এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত। এটিও বলা হয়েছিল যে কেএমসি আইনের ধারা ৩৯৭, যা কেএমসি কমিশনারকে অনুমোদিত পরিকল্পনা বাতিল করার অনুমতি দেয় যদি এটি পাওয়া যায় যে এই ধরনের অনুমোদন ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতি অনুশীলন করে প্রাপ্ত হয়েছে, তবে এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির প্রতি আকৃষ্ট হয় না। শিক্ষিত উকিল বলেছিলেন যে এই আবেদনে অভিযুক্ত আদেশটি যুক্তিসঙ্গত এবং আইনের স্থির নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপিলটিতে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয় না। আপিলটি খারিজ করা উচিত।

৩৫. আমি দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী বিতর্কের প্রতি আমার উদ্বেগজনক বিবেচনার কথা বলেছি।

৩৬. এই প্রস্তাব নিয়ে সম্ভবত কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে, সরকারি ও বেসরকারি স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রথমটি প্রাধান্য পাবে। জাতীয় নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত কে প্রতিনিধিত্ব করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ।

একজন নাগরিককে এমন কিছু করতে দেওয়া উচিত নয় যা দূর থেকেও জাতির নিরাপত্তার সাথে আপস বা বিপন্ন করতে পারে। এই পরিমাণে, একজন নাগরিকের সমস্ত অধিকার-তা সে সংবিধানের অধীনে মৌলিক অধিকার, অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকার বা দেশের আইনের অধীনে যে কোনও অধিকারই হোক-জাতীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সুরক্ষার অধীন। যদি কোনও নাগরিকের দ্বারা এই ধরনের কোনও অধিকার প্রয়োগ করা দেশের নিরাপত্তাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা থাকে, তবে নাগরিককে অবশ্যই এই অধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩৭. এই প্রস্তাবের সঙ্গে কোনও দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না যে সম্পত্তির অধিকার যার মধ্যে সম্পত্তি বিকাশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যদিও এটি আর মৌলিক অধিকার নয়, তবুও সংবিধানের ৩০০ ক অনুচ্ছেদের অধীনে একটি সাংবিধানিক অধিকার এবং এটি একটি মানবাধিকার হিসাবেও স্বীকৃত। তবে, যদি কোনওভাবেই এই অধিকারের প্রয়োগ দেশের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে। যদি কোনও সম্পত্তির উন্নয়ন জাতীয় সুরক্ষার জন্য কোনও ধরনের হুমকি সৃষ্টি করে, তবে এই ধরনের উন্নয়ন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।

৩৮. প্রশ্ন হল, একটি নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করতে পারে কি না সে বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেয়? আমার মতে, এটি এমওডি, ৩ টি পরিষেবা অর্থাৎ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর সাথে পরামর্শ করে।

৩৯. ওয়ার্কস অফ ডিফেন্স আইন, ১৯০৩ সালের একটি খুব পুরনো আইন। তারপর থেকে বিশ্ব এগিয়ে চলেছে এবং ১২০ বছর পেরিয়ে গেছে। ২০১১ এবং ২০১৬ সালের দুটি বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা দেখতে পাই যে ১৯০৩ সালের আইনটি সংশোধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে কারণ এটি অনুভূত হয়েছিল যে সেই আইনে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশের জমি ব্যবহারের উপর প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের যত্ন নেওয়ার জন্য সংশোধন করা হবে। ২০১১ সালের

সার্কুলার রেকর্ড করে যে ১৯০৩ সালের আইন সংশোধনের প্রক্রিয়াটি চালু করা হয়েছে তবে কিছুটা সময় লাগতে পারে। অতএব, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ভবন নির্মাণের জন্য অনাপত্তি শংসাপত্র (এনওসি) মঞ্জুর নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশাবলী জারি করা প্রয়োজন। তদনুসারে, এমওডি তার বিচারে, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি নির্মাণের জন্য এনওসি মঞ্জুর করার জন্য ২০১১ সালের নির্দেশিকা জারি করে। সার্কুলারে এনওসি মঞ্জুর করার জন্য কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে। কোনও সন্দেহ নেই যে জাতীয় নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার মূল্যায়ন এবং দেশের কোনও নাগরিকের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপের মাধ্যমে যাতে কোনওরকম আপস না করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যনির্বাহী যথাযথ কর্তৃপক্ষ। অতএব, ওয়ার্কস অফ ডিফেন্স আইনের সংশোধনী চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশিকা সম্বলিত ২০১১ সালের সার্কুলার জারি করার ক্ষেত্রে এম.ও.ডি. সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

৪০. যাইহোক, ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলির কঠোরতার পরিপ্রেক্ষিতে, মনে হয় যে সরকার জনসাধারণের সদস্যদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছে যে ২০১১ সালের মধ্যে তাদের নির্মাণের অধিকার সহ সম্পত্তির অধিকার অযথা সীমাবদ্ধ বা বাতিল করা হচ্ছে।

৪১. তদনুসারে, সরকার, পরিষেবাগুলির সাথে পরামর্শ করে ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২০১১ সালের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন করে। এটি অবশ্যই অনুমান করা উচিত যে সরকার দেশ ও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। জাতির নিরাপত্তা নিঃসন্দেহে সরকারী নীতির বিষয়। সরকার অবশ্যই ২০১৬ সালের নির্দেশিকা জারি করত না যদি তারা মনে করত যে এটি দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সাথে আপস করবে। অতএব, ২০১১ সালের সরকারি অনুদানের জন্য নির্দেশিকা নং

প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে নির্মাণের জন্য আপত্তি শংসাপত্র, ২০১৬ সালের নির্দেশিকা দ্বারা সংশোধিত হয়েছিল।

৪২. ২০১১ সালের নির্দেশিকাগুলির প্রকরণ (ক) এমন একটি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যেখানে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ার আগে স্থানীয় পৌর আইনের স্টেশন কমান্ডারের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের কোনও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় এটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছিল না। ২০১১ সালের সার্কুলারের ধারা (খ) এমন একটি পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেখানে স্থানীয় পৌর আইনগুলিকে একটি বিল্ডিং পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য এল.এম.এ.-এর সাথে পূর্ব পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রেও যদি স্টেশন কমান্ডার মনে করেন যে, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ১০০ মিটারের মধ্যে একটি ভবন বা চারতলা ভবনের জন্য একটি নিরাপত্তা বিপত্তি হতে পারে, তবে বিষয়টি পরবর্তী উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো উচিত। যদি সেই কর্তৃপক্ষ স্টেশন কমান্ডারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হয়, তবে স্টেশন কমান্ডার স্থানীয় পৌরসভা বা রাজ্য সরকারের সংস্থাগুলিকে তার আপত্তি/মতামত জানাতে পারেন। যদি পৌর কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকার এই ধরনের আপত্তির প্রতি কোনও মনোযোগ না দেয়, তবে বিষয়টি এ.এইচ.কিউ./এম.ও.ডি.-র মাধ্যমে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে তোলা যেতে পারে।

৪৩. অন্য কথায়, LMA ৪ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণের ব্যাপারে আপত্তি জানাতে পারে, যদি তা সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্মিত হয়। প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ৪ তলার বেশি ভবন নির্মাণের ব্যাপারেও আপত্তি জানাতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, যদি স্টেশন কমান্ডার মনে করেন যে প্রস্তাবিত নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হবে, তাহলে তিনি এই ধরনের নির্মাণের ব্যাপারে তার আপত্তি লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং ২০১১ সালের সার্কুলারে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন, যেমনটি আমি উপরে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি।

৪৪. ২০১৬ সালের সার্কুলার জারি করে, সরকার প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুটি বিভাগে বিভক্ত করে। ২০১৬ সালের সার্কুলারের সংযুক্তির অংশ এ-তে, সরকার ১৯৩টি স্টেশন তালিকাভুক্ত করে এবং শর্ত দেয় যে এই স্টেশনগুলির ক্ষেত্রে সুরক্ষা বিধিনিষেধ এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের দেয়াল থেকে দশ মিটার পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ১০ মিটারের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের কার্যকলাপের জন্য এল. এম. এ-র কাছ থেকে পূর্ববর্তী এন. ও. সি-র প্রয়োজন হবে। এর অর্থ অবশ্যই এই হবে যে, উক্ত নির্দেশিকা অনুসারে, এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে দশ মিটারের সীমাবদ্ধ অঞ্চলের বাইরে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের কাজ অনুমোদিত হবে এবং এল. এম. এ-র কাছ থেকে এন. ও. সি-র প্রয়োজন হবে না।

৪৫. যাইহোক, ২০১৬ সালের সার্কুলারের সংযুক্তি 'বি' অংশে তালিকাভুক্ত ১৪৯টি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আরও কঠোর বিধিনিষেধ বজায় রাখা হয়েছিল। এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত নিরাপত্তা বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের অনুমতি দেওয়া হবে না। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০ মিটার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে ৩ মিটার (এক তলা) উচ্চতার সীমাবদ্ধতা থাকবে। প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের জন্য এল.এম.এ.-র কাছ থেকে আগে এন.ও.সি. প্রয়োজন হবে।

৪৬. দুটি সার্কুলারের সংমিশ্রণ পাঠ থেকে স্পষ্ট যে, ২০১৬ সালের সার্কুলার জারি করে সরকার ২০১৬ সালের সার্কুলারের পরিশিষ্টের অংশ A-তে তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের দেয়াল থেকে দশ মিটার পর্যন্ত ভবন নির্মাণের উপর ২৫টি বিধিনিষেধ সীমিত করেছে। অবশ্যই, এই ক্ষেত্রে আমরা যে অধ্যাদেশ ডিপোর সাথে উদ্বিগ্ন, তা ২০১৬ সালের সার্কুলারের পরিশিষ্টের অংশ A-তে তালিকাভুক্ত। অতএব, নিরাপত্তা বিধিনিষেধগুলি কেবলমাত্র সেই অধ্যাদেশ ডিপোর বাইরের দেয়াল থেকে ১০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। আপিলকারী যে নির্মাণের আপত্তি জানিয়েছেন তা স্বীকৃতভাবেই উক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের দেয়াল থেকে ১৪ মিটার দূরত্বে। অতএব, আমি বিজ্ঞ একক বিচারকের সাথে সম্পূর্ণ একমত যে, ৪২ তলা বিশিষ্ট সংশ্লিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য কেএমসি কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি কোনওভাবেই ২০১৬ সালের সার্কুলার দ্বারা সংশোধিত ২০১১ সালের সার্কুলারের পরিপন্থী বা লঙ্ঘনকারী ছিল না।

৪৭. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল একটি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ২০১৬ সালের সার্কুলারটি শুধুমাত্র একটি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে পার্শ্বীয় দূরত্ব নিয়ে কাজ করে যার বাইরে একটি নির্মাণ করা যেতে পারে। সেই সার্কুলারটি কোনও বিল্ডিংয়ের উচ্চতা নিয়ে কাজ করে না যা নির্মিত হতে পারে। অতএব, ২০১১ সালের সার্কুলারে উচ্চতা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ, অর্থাৎ কোনও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে ৪ তলার বেশি কোনও বিল্ডিং নেই, প্রয়োগ করা অব্যাহত রয়েছে এবং সেই পরিমাণে ২০১১ এবং ২০১৬ সালের সার্কুলারগুলি একসাথে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে। আমি এই যুক্তি গ্রহণ করতে অক্ষম। এটা বলা ভুল যে, ২০১৬ সালের সার্কুলারে উচ্চতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে কোনও আলোচনা করা হয়নি। যতদূর পর্যন্ত ২০১৬ সালের সার্কুলারের সংযুক্তির পার্ট বি-তে তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা যায়, এই ধরনের সার্কুলারের বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০ মিটার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৩ মিটার উচ্চতার সীমাবদ্ধতা থাকবে (এক

তলা)। এছাড়াও, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০ মিটারের মধ্যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের কাজ অনুমোদিত নয়।

৪৮. অন্য কথায়, ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময় সরকার, নিজ নিজ বিচারে, তিন বাহিনীর সংশ্লিষ্ট প্রধানদের সাথে পরামর্শ করে, যেমন, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী, ২০১৬ সালের সার্কুলারের সংযুক্তি 'এ' অংশে তালিকাভুক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরের দেয়াল থেকে দশ মিটারের বেশি প্রস্তাবিত ভবনগুলির উচ্চতার সীমাবদ্ধতা সহ সমস্ত বিধিনিষেধ সরিয়ে দিয়েছে। এটি বিদ্বান একক বিচারকের বোঝাপড়া এবং এইভাবে আমি ২০১১ এবং ২০১০৬ সালের দুটি সার্কুলারও পড়েছি।

৪৯. এটি দিল্লি হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চেরও বোঝাপড়া যা ***ভারতের ইউনিয়ন বনাম এন. সি. টি দিল্লি সরকার*** (২০১৯-এর এল. পি. এ ৬৯৩) মামলার রায় থেকে প্রদর্শিত হবে। সেই ক্ষেত্রেও, ২০১১ এবং ২০১৬-এর সার্কুলারগুলি দিল্লি হাইকোর্টের বিবেচনার জন্য পড়েছিল। ভারত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ২০১১ সালের সার্কুলারে নির্ধারিত উচ্চতার বিধিনিষেধ এখনও প্রচলিত ছিল এবং ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি ২০১১-এর নির্দেশিকাগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে ছিল না। বর্তমান মামলার মতো আরও বলা হয়েছিল যে, ২০১১ এবং ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলি একসঙ্গে পড়তে হবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পড়তে হবে। এর উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে ১. উঁচু ভবনগুলির কাছাকাছি সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। ২০১২ সালের ২৮শে আগস্ট ***আই. এ., সরাফ ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের কথা উল্লেখ করে দিল্লি হাইকোর্ট রায়ের ৯.৩ থেকে ১১.০ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ -***

> "**৯.৩** এই ক্ষেত্রে, নির্দেশিকাগুলির সরল পাঠ উল্লেখ করার জন্য এটি যথেষ্ট তারিখ ২১.১০.২০১৬ দেখায় যে একই দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করে যে

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক আবেদন অনুসারে, জনগণের নিজেদের জমিতে ভবন নির্মাণে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় তা জানিয়ে, ১৮.০৫.২০১১ তারিখের নির্দেশিকাগুলি পর্যালোচনা করা হয়। এবং সরকার ১৮ই মে, ১৮ই মার্চ, ২০১৯৫ এবং ১৭ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের নির্দেশিকাগুলির মাধ্যমে জারি করা নির্দেশিকাগুলি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।আসুন আমরা আবার ২১.১০.২০১৬ তারিখের উল্লিখিত নির্দেশিকাগুলির ২ (এ) ধারাটি পুনরাবৃত্তির মূল্যে উল্লেখ করি যা নিম্নরূপঃ

> "ক) কার্যকর নজরদারির জন্য এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাগুলির বাইরের প্রাচীর থেকে ১০ মিটার পর্যন্ত ১৯৩ টি স্টেশনে অবস্থিত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্থাপনাগুলির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে। ১০ মিটারের মতো সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে যে কোনও নির্মাণ বা মেরামতের জন্য স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ (এল. এম. এ)/প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে পূর্ববর্তী অনাপত্তি শংসাপত্রের (এন. ও. সি) প্রয়োজন হবে।

"৯.৩.১ এটা স্পষ্ট যে সংযুক্তি এ-তে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছাকাছি নির্মিত ভবনগুলির জন্য কোনও উচ্চতার সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি। যেখানে, সংযুক্তি- খ -তে নির্দিষ্ট কিছু স্থাপনা/প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে নির্মিত নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চতার সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট ভবনগুলির ক্ষেত্রে (সংযুক্তি খ -তে) উচ্চতার সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং অন্যান্যগুলির ক্ষেত্রে (সংযুক্তি ক -তে) নয়। সুতরাং, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার যুক্তিতে খুব কমই বল প্রয়োগ করা হয়েছে যে ২০১১ সালের নির্দেশিকা অনুসারে উচ্চতার ক্ষেত্রেও পড়তে হবে,

২০১৬ সালের সার্কুলারের ২(ক) ধারায় থাকা ভবনগুলি। বরং, ২(ক) ধারাটি পড়ার পর থেকে এটা স্পষ্ট যে, সরকার তার বিচক্ষণতার সাথে এবং বিভিন্ন উপস্থাপনা বিবেচনা করার পরে এবং নিরাপত্তা উদ্বেগ ইত্যাদি বিবেচনা করার পরে, উল্লিখিত সার্কুলারের সংযুক্তি 'ক' অংশে তালিকাভুক্ত ১৯৩টি স্টেশনে অবস্থিত ডি.ই./ইনস্টলেশনগুলির ১০ মিটারের বাইরে কোনও নির্মাণ/মেরামতের কার্যকলাপের বিষয়ে এলএমএ/ডিই থেকে কোনও পূর্ববর্তী এনওসি বিবেচনা করেনি। যেমনটি ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে ডিই, অর্ডন্যান্স ডিপো, শাকুর বস্তি (বর্তমান ক্ষেত্রে জড়িত) ২০১৬ সালের সার্কুলারের সংযুক্তি 'ক' অংশে সিরিয়াল নং ১৪৪-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং, কোনও উচ্চতার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই উক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ মিটারের বেশি নির্মাণ কার্যক্রম অনুমোদিত।

১০.০ ***'সরাফ ইনফ্রা প্রজেক্টস লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য'*** শিরোনামে সুপ্রিম কোর্টের ***সিভিল আপিল নং ৪৭৪৬/২০১৭*** - এ ৪ নম্বর উত্তরদাতার ১০ নম্বর আইনজীবীর তরফ থেকে ২৮.১১.২০১৮ তারিখের আদেশের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ

> "বর্তমান আই. এ. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারি করা কিছু সাম্প্রতিক নির্দেশিকার পরিপ্রেক্ষিতে দায়ের করা হয়েছে, বিশেষত, আই. ডি. ১ তারিখের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্মাণটি কোনও সামরিক চত্বরের বাইরের প্রাচীরের ১০ মিটারের বাইরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুসারে এই ধরনের নির্মাণ নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের কোনও আপত্তি থাকবে না।
>
> বিদ্বান আবেদনকারীর আইনজীবী আমাদের কলকাতা পৌর নিগম কর্তৃক ০২.০১.২০১৭ তারিখে জারি করা একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তি দেখিয়েছেন যেখানে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশিকা অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারি করা তারিখের ২১.১০.২০১৬।

বিষয়টির এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং আপিলকারী অভিযোগ করেছেন যে তাদের নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সামরিক চত্বরের বাইরের প্রাচীরের ১০ মিটারের বাইরে, আমরা এই আই. এ.-কে অনুমতি দিচ্ছি এবং আইন অনুসারে অনুরোধ অনুযায়ী ৩ নং উত্তরদাতাকে একটি পেশা শংসাপত্র জারি করার নির্দেশ দিচ্ছি।

১০.১ বর্তমান আপিলের পাল্টা হলফনামায়, প্রাথমিক আপত্তির ৪ নং অনুচ্ছেদে, উত্তরদাতা নং ৪ বলেছেন যে উপরের ক্ষেত্রে হোটেল রেডিসন ব্লু-এর ১১ তলা ভবনটি সামরিক প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর থেকে ১০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে নির্মিত হয়েছিল।

১০.২ উপরের রায় অনুসারে, নির্মাণটি প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ মিটারের বাইরে ছিল, যদিও এটি ১১ তলা লম্বা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, শীর্ষ আদালত দ্বারা দখল শংসাপত্র জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।৪ নং প্রত্যর্থীর ১১ নম্বর উকিল আরও বলেন যে, অন্যথায়, শকুর বস্তির অর্ডন্যান্স ডিপো দিল্লির ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত; এবং এর সামনের দিকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বহুতল ভবন রয়েছে, যেমন স্টাফ রেসিডেন্স সহ ভগবান মহাবীর হাসপাতাল (সরকারি), যার উচ্চতা ৩৫ মিটার; অর্ডন্যান্স ডিপোর সামনে কেশব মহাবিদ্যালয়, পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, একটি পেট্রোল পাম্প, বর্ধমান শপিং কমপ্লেক্স, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ম্যাজিস্টিক মল ইত্যাদি। এই ভবনগুলি নির্মাণের সময় আপিলকারী কখনও কোনও আপত্তি তোলেননি। ইতিমধ্যে অর্ডন্যান্স ডিপোর প্রাচীর সংলগ্ন,

যে বিষয়ে ডি.ডি.এ. দ্বারা সমাপ্তি শংসাপত্রও জারি করা হয়েছে। এই তথ্যগুলি বিতর্কিত নয়। ৪ নং উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, নিরাপত্তা হুমকির বিষয়ে আবেদনকারীর দ্বারা প্রকাশিত আশঙ্কা একেবারেই ভিত্তিহীন। "

৫০. আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে দিল্লি হাইকোর্টের সামনে মামলায়, এটি বলা হয়েছিল যে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আমি একমত হতে পারি না। দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানগুলি এই সত্য থেকে স্বাধীন যে সেই মামলায় জড়িত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হতে চলেছে। ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির প্রভাব সম্পর্কে আমি উপরোক্ত মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত।

৫১. কেরালা হাইকোর্টও ***২০১৩ সালের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ৯৭৯৮*** -এ গৃহীত ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের একটি রায় ও আদেশে একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে।

৫২. উত্তরদাতা নং ৫-এর পক্ষে এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে বর্তমান আবেদনকারী/রিট আবেদনকারীর বর্তমান কার্যধারা বজায় রাখার অধিকার বা কর্তৃত্ব নেই। ২০১১ এবং ২০১৬ সালের সার্কুলার উভয়ই স্টেশন কমান্ডারকে কোনও প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে উত্থাপিত কোনও নির্মাণের বিষয়ে আপত্তি থাকলে এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, স্টেশন কমান্ডার এই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং রিট পিটিশন দায়ের করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তাঁর উচিত ছিল বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং রিট পিটিশনটি কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে ভারত ইউনিয়ন দ্বারা দায়ের করা যেতে পারে।

যদিও উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে কিছু সার থাকতে পারে। এর মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই কারণ যোগ্যতার দিক থেকে আমি মনে করি যে

বিদ্বান একক বিচারক রিট পিটিশনটি যথাযথভাবে খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং এই আবেদনটি সেই অনুযায়ী খারিজ হওয়ার যোগ্য।

৫৩. উত্তরদাতা নং ৫-এর বিদ্বান কৌঁসুলি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, যা ১লা অক্টোবর, ২০২১-এর আদেশে বিদ্বান একক বিচারকের রিট পিটিশনে পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল, তিনি বিদ্বান একক বিচারকের সামনে জাতীয় সুরক্ষার বিষয়টি উত্থাপন করেননি। বিদ্বান একক বিচারকের সামনে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া দ্বারা দায়ের করা হলফনামার কথা উল্লেখ করে, বিদ্বান আইনজীবী বলেছিলেন যে প্রশ্নযুক্ত নির্মাণের কারণে জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকির বিষয়ে উক্ত হলফনামায় কোনও ফিসফিস নেই। অতএব, ভারতের ইউনিয়নকে আপিল আদালতে এই বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে বিদ্বান আইনজীবী ***বেনারসি ও অন্যান্য বনাম রাম ফাল (উপরে), চিত্রা কুমারী (শ্রীমতি) বনাম ভারতের ইউনিয়ন ও অন্যান্য (উপরে)*** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দুটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন।

আবার, উপরোক্ত বিষয়ে আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ আমার মতে, যোগ্যতার ভিত্তিতে, আপিলকারী/রিট আবেদনকারীর কোনও মামলা নেই।

৫৪. উত্তরদাতা নং ৫-এর জমা দেওয়ার বিষয়ে যে প্রশ্নযুক্ত অধ্যাদেশ ডিপোর বাইরের প্রাচীর থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে কমপক্ষে ৪ টি উঁচু ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এটি অবশ্যই ২০১৬ সালের সার্কুলারের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের মামলাটিকে সমর্থন করার জন্য কিছুটা দূরে যায়। যাইহোক, ২০১১ সালের সার্কুলারের পিছনের ড্রপে ২০১৬ সালের সার্কুলারের একটি স্বাধীন ব্যাখ্যার মতো বিষয়টিতে আমার মনোনিবেশ করার দরকার নেই, আমি আবেদনকারীর মামলাটিকে যোগ্যতার ভিত্তিতে অকার্যকর বলে মনে করেছি।

৫৫. আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা উদ্‌ধৃত অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলি এই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে যে দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং প্রতিরক্ষা দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনী একটি

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ যা নীতিগত বিষয় এবং আইনের বিষয় নয়। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক যে নীতি নির্ধারণ করেছে তা ন্যায়সঙ্গত নয়।

৫৬. উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না এবং তাই প্রাসঙ্গিকতা এড়াতে, আমি আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা উক্ত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকি।

৫৭. আমি আবেদনকারীর এই যুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, জাতীয় নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল এটা নিশ্চিত করা যে, কোনও পরিস্থিতিতেই জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না। কোনও একক নাগরিক বা এমনকি কোনও নাগরিক গোষ্ঠীর কোনও স্বার্থই জাতীয় স্বার্থকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। কোনও নাগরিকের যে কোনও অধিকার, সেই অধিকারের উৎস যাই হোক না কেন, জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন হলে তা অবশ্যই সংক্ষিপ্ত বা অস্বীকার করা হবে।

৫৮. যাইহোক, বর্তমান ক্ষেত্রে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে ভবন নির্মাণের জন্য এনওসি জারি বা অনুমতির বিষয়ে সরকারের প্রচলিত নীতিটি সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার প্রধানদের সাথে পরামর্শ করে এমওডি দ্বারা জারি করা ২০১৬ সালের সার্কুলারে রয়েছে। ভারত সরকার তার এম.ও.ডি.-র মাধ্যমে ২০১৬ সালের নির্দেশিকা জারি করে, ২০১১ সালের সার্কুলারে অন্তর্ভুক্ত প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি ভবন নির্মাণের বিষয়ে বিধিনিষেধ শিথিল করার জন্য উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার জন্য কী হুমকি হবে বা কী হবে না, সে বিষয়ে সরকারই নিঃসন্দেহে সেরা বিচারক। ২০১৬ সালের নির্দেশিকা জারি করার পিছনে বিচক্ষণতা বিচার করার মতো অবস্থানে আদালত নেই এবং বর্তমান কার্যক্রমে আদালতকে তা করার জন্য বলা হয়নি।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এমওডি যদি মনে করেন যে সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা ও সুরক্ষার জন্য ২০১৬ সালের নির্দেশিকাগুলির সংশোধনের প্রয়োজন, তবে অবশ্যই তা করা উচিত। তবে, সংশ্লিষ্ট সরকারী নীতিটি এই মুহূর্তে যেমন রয়েছে, ২০১৬ সালের সার্কুলারে প্রতিফলিত হয়েছে, আমি আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত আপত্তির কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। কেএমসি উক্ত নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ভুল করেনি। এই ধরনের অনুমতি কোনওভাবেই ২০১৬ সালের সার্কুলার লঙ্ঘন করে না।

৫৯. উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি এই আপিলের রায় ও আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ খালি রয়েছে।

৬০. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইটের অনুলিপিগুলি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে আনুষ্ঠানিকতা

আমি একমত।

(বিচারপতি অরিজিৎ ব্যানার্জি)

(বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly